দৈনিক সংবাদ

MAR. 18 2001
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৩ ......

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি 'স্পন্দিত গোপালগঞ্জ'-এর স্থবির দশা

গোপালগঞ্জ থেকে রবীন্দ্রনাথ অধিকারী ঃ গোপালগঞ্জ জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রণীত সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি 'স্পন্দিত গোপালগঞ্জ'-এর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। তদারকির অভাবে কার্যক্রম এখন গতিবেগশূন্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কিনা তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

গত ১লা অক্টোবর কর্মসূচির মূল কার্যক্রম শুরু হয় উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে। তৎকালীন জেলা প্রশাসক ইকবাল মাহমুদ ওইদিন কোটালীপাড়া উপজেলার কলাবাড়ী ইউনিয়নের খেজুরবাড়ি শিশু বিদ্যানিকেতন কেন্দ্রে আয়োজিত এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

ওইদিন থেকে গোপালগঞ্জ পৌরসভা, সদর উপজেলা, কোটালীপাড়া পৌরসভা ও উপজেলা, টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা ও উপজেলা এবং কাশিয়ানী উপজেলার ৩টি পৌরসভা ও ৬১টি ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু হয়। ওয়ার্ডের মোট ২শ ১৫টি ব্লকে ৩ হাজার ২শ ৮টি কেন্দ্রে একযোগে এ কার্যক্রমের আওতায় জেলার ৯৩ হাজার ৫শ' ২ জন ১১-৪৫ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীর দিবা ও নৈশকালীন শিক্ষাদান শুরু করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩ হাজার ৫৬ এবং মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ হাজার ৪শ' ৪৬ জন। এজন্য ৩ হাজার ২শ' ৮ জন শিক্ষক এবং ২শ' ১৫ জন সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা পর্যায়ে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তদারকি কমিটি গঠন করা হয়। ৩০শে মার্চ ২০০১ সালের মধ্যে অর্থাৎ ৬ মাসে এ কার্যক্রম সফল করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় এবং ওইদিন আনুষ্ঠানিকভাবে গোপালগঞ্জ জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। কর্মসূচি শুরু হওয়ার পরপর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু ২/৩ মাস যেতে না যেতে কার্যক্রমের তদারকি ব্যবস্থা ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে। কেন্দ্রগুলোর স্পন্দন ধীরে ধীরে মন্থর হতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যায়। কিছু কিছু কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কর্মকর্তারা বেশ দৌড়ঝাঁপ করে ঝিমিয়ে পড়া কেন্দ্রগুলোর প্রাণস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই কেন্দ্রগুলোর অবস্থা থোড়বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ের মতো হয়ে পড়ে। কর্মসূচির পরিসমাপ্তি হতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি। কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগে ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার পরিকল্পনা থাকলেও তা করা হয়নি। ফলে নির্ধারিত তারিখে সব কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ ও সফলভাবে কর্মসূচির বাস্তবায়ন করে গোপালগঞ্জ জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করার ঘোষণা দেয়া সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আকারে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ জেলা গোপালগঞ্জে দ্বিতীয়বারের মতো এ কার্যক্রম। এর আগে প্রথমবারে ১৯৯৬ সালে গোপালগঞ্জ জেলায় এ কার্যক্রম একবার শুরু করা হয়েছিল। সেবারেও তদারকির অভাবে এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে এ কার্যক্রম ভেস্তে যায়। জেলার ৫টি উপজেলার মধ্যে শুধুমাত্র মুকসুদপুর উপজেলায় এ কার্যক্রম তখন সফল হয়। এ কারণে মুকসুদপুর বাদে জেলার অন্য ৪টি উপজেলা ও ৩টি পৌরসভায় দ্বিতীয়বারের মতো গত ১লা অক্টোবর থেকে পুনরায় এ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করা হয়। যদি এবারের এ কার্যক্রমও সুষ্ঠুভাবে সফল বাস্তবায়ন না হয় তবে তা হবে গোপালগঞ্জের জন্য একটি মর্যাদাহানিকর ও লজ্জাজনক ব্যাপার। এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখেই কার্যক্রমে গতিবেগ ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক— এটাই গোপালগঞ্জবাসীর এখন প্রত্যাশা।